যুগান্তর

চমেকে শিক্ষার্থীদের নির্যাতন

মুখ না খুলতে হুমকি দিচ্ছে ছাত্রলীগ

চট্টগ্রাম ব্যুরো

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ০০:০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের (চমেক) নির্যাতিত শিক্ষার্থীদের মুখ না খুলতে ছাত্রলীগ হুমকি-ধমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

শনিবার দুপুরে চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে গিয়ে দুই শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগের তিন ক্যাডার হুমকি দিয়েছে বলে স্বজনরা অভিযোগ করেছেন। এদিকে শিক্ষার্থী নির্যাতিত হওয়ার ঘটনা তদন্তে শনিবার ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে চমেক কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষার্থীদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার অভিযোগ পাওয়ার পর আইসিইউ গেটে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আহত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে থাকা স্বজনরা ভয়ে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন না। সবকিছু জানার পরও ভবিষ্যতে লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়া অথবা আরও বড় বিপদের শঙ্কায় তারা নির্যাতনকারীদের নাম বলতে চাইছেন না।

X

বৃহস্পতিবার রাতে চমেক ছাত্রাবাস থেকে নির্যাতিত দুই শিক্ষার্থীকে উদ্ধার করে চমেক হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। শনিবার ওই আইসিইউতে গিয়ে দেখা যায়, প্রবেশপথে পাঁচজন পুলিশ ও এক আনসার সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। গণমাধ্যম কর্মী পরিচয় দিয়ে ভেতরে যেতে চাইলে তারা বাধা দেন।

আনসার সদস্য মিজান জানান, কর্তৃপক্ষ সাংবাদিকদের প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। পরে মোবাইল ফোনে শিক্ষার্থীদের স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। গণমাধ্যমের সঙ্গে তারাও কথা বলতে নারাজ। আইসিইউর বাইরে শিক্ষার্থী জাহিদ হোসেন ওরফে ওয়াকিলের বাবা ফরহাদ হোসেন জানান, 'দুপুরে একদল ছেলে এসেছিল। এরমধ্যে তিনজন ভেতরে প্রবেশ করে। বাকিরা বাইরে ছিল। তারা আমাদের শাসিয়ে বলেছে-আমরা যেন কাউকে কোনো কথা না বলি। তা না হলে অবস্থা খারাপ হবে।' ঢাকার গাজিরচর এএম উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক ফরহাদ হোসেন আরও বলেন, বিষয়টি চমেক অধ্যক্ষকে ফোনে জানিয়েছি। তিনি আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। এর বাইরে আর কিছুই বলতে পারব না।

জানা গেছে, আইসিইউর ৪ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন ওয়াকিলের শারীরিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো। ৩ নম্বর বেডে চিকিৎসাধীন সাকিব হোসেনও আগের চেয়ে অনেকটাই সুস্থ। সাকিবের ছোটভাই রাকিব হোসেন বলেন, সেদিনের ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই বলতে চাইছেন না। ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী বুধবার রাতে ওয়াকিল, সাকিব, এসএ রায়হান ও মোবাশ্বির হোসেনকে কক্ষ থেকে ডেকে নিয়ে যায়। ছাত্রাবাসের তিন তলার একটি কক্ষে নিয়ে তাদের ওপর নির্যাতন করা হয়। কক্ষটি ছাত্রলীগের একটি পক্ষের টর্চার সেল হিসাবে পরিচিত। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের নির্যাতন করা হয়। নির্যাতনে তাদের শরীরের বিভিন্ন স্থান জখম হয়। রায়হানকে নারায়ণগঞ্জে ও মোবাশ্বিরকে কুমিল্লায় তাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া ওয়াকিল ও সাকিবকে কক্ষে নির্যাতন অব্যাহত রাখা হয়। খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে দুই ছাত্রকে উদ্ধার করে কর্তৃপক্ষ চমেক হাসপাতালে ভর্তি করে। নির্যাতনের শিকার চার ছাত্র চমেকের ৬২তম ব্যাচের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। শিবির সন্দেহে তাদের মারধর করা হয় বলে চমেক ছাত্রলীগের অভিজিৎ দাশ জানিয়েছেন। অভিজিৎ শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর অনুসারী হিসাবে ক্যাম্পাসে পরিচিত।

নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত কমিটি : শনিবার জরুরি বৈঠক শেষে চমেক কর্তৃপক্ষ ৯ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। চমেকের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. হাফিজুল ইসলামকে কমিটির প্রধান করা হয়েছে। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন-অধ্যাপক ডা. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ডা. সাহাবুদ্দিন আহামদ, অধ্যাপক ডা. তনুজা তানজিন, অধ্যাপক ডা. জসিম উদ্দিন, অধ্যাপক ডা. মনোয়ার উল হক, ডা. রবিউল করিম, ডা. রাশেদ মীরজাদা ও ডা. রেহনুমা

চমেক অধ্যক্ষ অধ্যাপক সাহেনা আক্তার বলেন, বুধ-বৃহস্পতিবার চারজনকে মারধর করা হয় বলে আমরা জানতে পেরেছি। এরমধ্যে দুজন চমেক হাসপাতালে ভর্তি। বাকি দুজন বাড়িতে চলে গেছেন। সবার খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। তদন্ত প্রতিবেদন পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯
থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৩০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২,
ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত

এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।

Developed by The Daily Jugantor © 2023

X